

# ৪

## শাখের করাত

(অবিশ্বাস্য হলে ও সত্য)

সৈয়দ হাবিবুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গাড়িতে ক্যাসেট অন্ করতে ই বুঝা গেল বউ তার পছন্দের গানটি নির্দিষ্ট স্থানে এনে রেখেছিলেন। বড় মেয়ে রেমা বল্লো ' আব্বু Boring গান, এই ক্যাসেটের অপর সাইডে আছে মেঘের কোলে রোদ হেসেছে--- ওটা লাগিয়ে দিন, আমরা ঐ গানটি জানি।' মা মেয়ের কথাটা না শোনার ভান করে বল্লেন-' তোরা মাগডনাল্ডে কি খাবি, Children happy meal না Chicken sandwich? Children happy meal খেলে Free colouring pen, Drawing paper আর Toys পাওয়া যায়। মেয়েরা গানের কথা ভুলে গেল। আমি মনে মনে বলি কবি গুরু তোমার ভাগ্য ভালো, পুরুষ হয়ে জন্মে ছিলে, তসলিমার মত মেয়ে হলে তোমার অনেক কবিতা অশ্লীলতার দায়ে তোমাকে নির্বাসন দিত।

মাগডনাল্ডে অর্ডার দেয়া হলো চোখের চাহিদায়। পাশের টেবিলে বসা পঞ্চাশোর্ধ্ব এক শ্বেতাঙ্গীণী ভদ্রমহিলা বেশ কিছুক্ষণ আমাদের দিকে তাকিয়ে, শেষ পর্যন্ত কাছে এসে আমাদের সন্তানদেরকে লক্ষ্য করে বল্লেন- "তোমাদের কাজল কালো চোখ, রেশমী কালো চুল দেখে আমার ঈর্ষা হয়। আহা- আমি যদি তোমাদের মত বিউটি-কিউটি হতাম, আমার যদি এমন সুন্দর রূপ হতো, আমি সারাদিন আয়নার দিকে চেয়ে থাকতাম।" যাবার আগে আমাকে লক্ষ্য করে বল্লেন-

You are a lucky man, a happy family . মেয়ে সুমা বল্লো- আব্বু- এই Old মহিলাকে আপনি চেনেন নি? আমি কিছু বলার আগে ই ছোট মেয়ে সিমা বল্লো - আমরা চিনে ফেলেছি, She was the Fairy God Mother in Cinderella খৃষ্টমাসের সপ্তাহে আমরা যে রয়েলিটি থিয়েটারে নাটক দেখলাম, উনি ই ছিলেন Fairy God Mother.

সিন্ডারেলায় রাজকুমার পাওয়ার মত সপ্ন কোনদিন দেখি নি, তবে একটি happy family র সন্ধানে, একটি সুখ-পাখির অনুেষনে একদিন ঘর ছেড়ে এসেছিলাম সাত-সাগর তের-নদীর পাড়ে। ভদ্রমহিলা যা বলে গেলেন তার শতাংশ ই ঠিক। এই তো জীবন। এই তো সেই সুখ-পাখি। মাঝে মাঝে নিজেকে সুখী ভাবতে বড়ই ভাল লাগে, কিন্তু বেশীক্ষণ পারিনা। সন্তান হারা মা যেমন পরবর্তিতে আরো দশটা সন্তানের মা হয়ে ও বিশেষ কোন সুখের দিনে তাঁর হারানো সন্তান কে খোঁজে বেড়ান, আমার বেলা ও তেমনটি হয়। সুখে, আনন্দে, আবেগাপ্লুত মন খোঁজে বেড়ায় বাংলাদেশে হারানো সেই স্বর্ণালী দিন গুলো। মাগডনাল্ডে বসে দিবালোকে জেগে-জেগে সপ্ন

দেখছিলাম। মনে পড়ে ছোট বেল পাড়ের সেই কদম গাছের আগ ডালে বসে লুঙ্গি ভরে কদম ফুল সংগ্রহের কথা। কাঁঠাল পাথায় চিটি লিখে, গাছের নীচে বসা কামালের কাছে পাঠাতাম বিলেতের অজানা ঠিকানায়। নব্বই সালে বাংলাদেশে গিয়ে প্রথম রাতেই দেখতে গেলাম সেই কামালকে। মোরগের লড়াইয়ে সদা পরাজিত ক্ষত-বিক্ষত উদাসীন মোরগের চেহারা তার। জিজ্ঞেস করলাম--

'কতকাল ভাত খাওনি কামাল?' সে বললো 'বাদ দে আমার কথা। বল তোর বউ বাচ্চা কেমন?' আমি বললাম- 'তারা ভাল। তোর মনে আছে সিরাজউদ্দৌলা নাটকে আলেয়ার অভিনয় করেছিলে?' আমার কথার উত্তর দেয়না কামাল। উদাস নয়নে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে, মনে হয় যেন আমাকে চিনতে তার কষ্ট হচ্ছে। মলিন পাঞ্জাবীর পকেটে হাত ঢুকিয়ে পেছন দিকে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ৭১ এ কামাল ছিলো মুক্তিযোদ্ধা আর তার বড় ভাই জামাল ছিলেন রাজাকার। আমাদের গ্রামের কউমী মাদ্রাসা থেকে ২৩ জন ছাত্র, ২ জন মৃতদেহ ও ৫ জন গ্রামের দিন-মজুর রাজাকারে নাম লিখিয়েছিলেন। মাদ্রাসার ছাত্র এবং ওস্তাদগণ রাজাকার হওয়ার কারণ, পাকিস্তান রক্ষার চেয়ে ইসলাম রক্ষা ই ছিল বেশী। আর সেই ৫ জন দিন মজুরের রাজাকার হওয়ার কারণ পাকিস্তান বা ইসলাম রক্ষা কোনটা ই ছিলনা। রাজনীতি ও যুদ্ধের পরিণতি আঁচ করার জ্ঞানের অভাব এবং পরিবার কে বাঁচানো ই ছিল মূল উদ্দেশ্য। রাজাকার-পরিবার মাথাপিছু প্রতি সপ্তাহে এক মণ গম ও ৩০ টাকা নগদ পেতেন। মুক্তিযোদ্ধা কামালের সংসার চলতো রাজাকার বড় ভাই জামালের অর্থে। বঙ্গ-বন্ধুর সাধারণ ক্ষমা এঁদের কথা স্মরণ করে ই ছিল বলে অনেকে মনে করেন।

পুরো ১৫ মিনিট পর খালা (কামালের মা) এসে জিজ্ঞেস করলেন--

- কেমন আছো বাবা?
- আমি ভালো, আপনি কেমন আছেন খালা?
- মরে মরে বেঁচে আছি। বাঁচার সাধ নেই, আজরাইলকে ডাকি, বেটা আজরাইল মারা গেছে এদিকে আসেনা। ঘরে আইবুড়ো মেয়ে। বিয়ের বয়স পেরিয়ে ৩৪ বছরে পড়লো। আল্লায় তার কপালে জোড় মারেন নাই। মেয়েটা যখন করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায়, মা হয়ে বুঝতে কষ্ট হয়না মেয়ে আমাকে ভর্তসনা করছে। এত সুন্দর সাস্ত্যের মেয়েটা চোখের সামনে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। কঙ্কালসাদা দেহটায় সাদা কাপড় জড়িয়ে দিনরাত জায়নামাজে পড়ে থাকে। খালা ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। ইতিমধ্যে কামাল এসে উপস্থিত হয়ে বললো 'গুড়ের চা খাবেনা তো, তাই চিনি আনতে গিয়েছিলাম।' আমি বললাম--

- কামাল, তোর বোনের নাম কি?
- আয়েশা। কেন? মা তোকে সব শুনিয়ে দিয়েছেন?
- আমি শুনতে চেয়েছিলাম, তাই শুনালেন।
- তুই কি হজরত ওমর নাকি? এই গ্রামে একজন নয়, শতাধিক আয়েশা আছে। গ্রামটাকে ভালভাবে চেনার আগে বউ-বাচ্চা নিয়ে বিলাত ফিরে যা।

২৮ দিন গ্রামে ছিলাম। একটা রাত ও ঘুমিয়েছি বলে মনে পড়েনা। বাড়ি-বাড়ি ঘুরে আয়েশার মত ৩৫ জন অবিবাহিত নারী খুঁজে পেলাম। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই গ্রামের জামে মসজিদে একটি মাইক ছিল। এখন ৪ টি জামে মসজিদ আর বাড়ি-বাড়ি পাঞ্জোয়ান মসজিদ মিলায়ে সর্বমোট মাইকের সংখ্যা

১৫টি। রমজান মাসে মাইক দিয়ে সুরে তারাবী, খতমে তারাবীর পরে ও কেউ পড়াবেন খতমে সফিনা কেউ মিলাদ মহফিল আবার কেউ টেইপ রেকর্ডারে লাগিয়ে দিবেন সারা রাতের জন্য সাঈদীর ওয়াজ। ৫ ওয়াক্ত নামাজের সময়ে, প্রায় একসাথে আকাশ-পাতাল কাপিয়ে গর্জে উঠে ১৫টি মাইকের ৩০টি স্পিকার। মনের সুখে, কৃতজ্ঞ মনে আয়েশারা দু হাত উপরে তোলে, তৃপ্তির সুরে গায়- 'ভেঙ্গে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবে কে আমারে'- কেউ আসেনা, কেউ শুনেনা আয়েশাদের বুকচেরা অব্যক্ত আত্ননাদ। তাদের কোথাও কেউ নেই, আছে শুধু সাদা কাপড় আর জায়নামাজ।

স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল, ছেলে স্বপ্নটির দুষ্টমিতে। একটি ছেলের খুব সাধ, খুব স্বপ্ন ছিল বউ এর। আদর করে নাম রেখেছেন স্বপ্ন। একটি মাত্র ছেলে, চারটি মেয়েকে অতিষ্ঠ করে তোলে। তার খাওয়া শেষ, এখন Chips ছোড়া ছোড়ি করবে। বউ বলেন, 'আপনার গুনধন ছেলেটাকে নিয়ে গাড়িতে যান আমরা আসছি।' স্বপ্নের ঘোর তখনো কাটেনি। গাড়িতে বসে ভাবলাম, বাংলাদেশে থাকলে আমি কি হতাম? কামালের মত প্রাইমারী স্কুলের হেড-মাস্টার? তার বউয়ের মত বারো-মাস সূতিকা রোগী একটা বউ? বড় ভাই জামালের মত পুকুরের দক্ষিণ-পাড়ে পানের দোকানের মহাজন? কৃতজ্ঞতায় মাথা নুয়ে আসে, মনে মনে বলি হে, ইংল্যান্ড, তোমায় শতবার নমস্কার।

মাগডনাল্ড থেকে ফিরে এসে ঘরে ঢুকার আগে ই টেলিফোনের রিং শোনা গেল।

- কি খবর হেলাল? বহুদিন বই টাই নিয়ে আসোনা, ব্যাপার কি?
- ব্যাপার একটু খারাপ, হাবিব সাহেব। একটা জিনিসে এডিক্টেড হয়ে গেছি। ঘুম টুম হারাম হয়ে গেছে।
- কি ব্যাপার?
- কমপিউটার একটা কিনেছি। বউ বলে তার সতীন ঘরে এনেছি। আমি কি করবো বলুন। বিছানায় যাওয়ার আগে মুক্ত-মনায়/ভিন্নমতে এক টুঁ না মারলে ঘুম আসেনা। আপনার জন্য কিছুটা জিনিস নোট করে রেখেছি।
- কি নোট করেছ?
- ইন্টারনেটে ইমরান হোসেনের Proud to be Muslim লেখার ৮টি প্রশ্নের সবগুলো উত্তর।
- কে দিয়েছেন? মোলানা সাহেবের নাম কি?
- মোলানা আর কেউ নয়, আমার রেষ্টুরেন্টের তন্দুরী শেফ। দারুণ জেহাদী মানুষ, ইসলামের জন্য যখন তখন শহীদ হতে রাজী। আপনি উত্তর গুলো ইন্টারনেটে পোস্ট করে দিলে ভাল হয়, ইমরান সাহেব খুশি হবেন।

চলবে-